জ্ঞানের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো

মানুষের জন্য প্রথম ফরয ঃ ঈমানী জ্ঞান। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ আদেশ ঃ পড়।

দ্বিতীয় ফরয ঃ আমল। তৃতীয় ফরয ঃ তাবলীগ বা প্রচার। চতুর্থ ফরয ঃ এ সব অর্জনের পথে ধৈর্য।

শিশুর শৈশব থেকেই শিক্ষার চিন্তা-ভাবনা করা প্রত্যেক পিতামাতার কর্তব্য। শিক্ষার বহু ধরন আছে, বহু মাধ্যম আছে। আছে নানা উদ্দেশ্য। অধিকাংশ মানুষের উদ্দেশ্য শিক্ষার পশ্চাতে অর্থ উপার্জনের পথ সুগম করা। অধিকাংশ ছাত্রই বিদ্যার্থী নয়, আসলে তারা বিত্তার্থী। অধিকাংশ মানুষেরই কামনা কেবল দুনিয়া। কিন্তু মুসলিমদের কাম্য দুনিয়া ও আখেরাত এক সাথে দুটোই। এ জন্যই তারা মুনাজাতে প্রার্থনা ক'রে থাকে, 'রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌য়া হাসানাতাঁউ অফিল আ-খিরাতি হাসানাহ।' অর্থাৎ, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর।'

এই জন্য মুসলিমদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য পৃথক। শিক্ষার ধরনও ভিন্ন। উদ্দেশ্য দ্বিমুখী বলে কোন মুসলিম কেবল 'ডাক্তার' হতে চায় না, চায় 'মুসলিম ডাক্তার' হতে। কেউ কেবল 'ইঞ্জিনিয়ার' হতে চায় না, চায় 'মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার' হতে। কেউ কেবল 'বিজ্ঞানী' হতে চায় না, চায় 'মুসলিম বিজ্ঞানী' হতে। আর তা হতে পারে একমাত্র ইসলামী জ্ঞান-চর্চা ও আমলী পরিশীলনের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে।

যে কোন কল্যাণকর জ্ঞান-শিক্ষাই মুসলিমের কাম্য। তবুও সবার আগে যে জ্ঞানের গুরুত্ব আছে, তা হল শরয়ী জ্ঞান। মহানবী ﷺ বলেন, "জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।" (সহীহুল জামে' ৩৯১৩-৩৯১৪নং)

সুতরাং যে মুসলিম শিক্ষার ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না, সে আসলে এ ফরয পালনে অনীহা প্রকাশ করে। যে কেবল শরয়ী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়, সে দ্বীন ও আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়। আর যে কেবল দুনিয়ার শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়, অথবা এমন মাধ্যম বা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে অথবা করায়, যাতে ইসলামী কোন চর্চা ও অনুশীলন থাকে না, সে আসলে আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু যে উভয়ের ভারসাম্য রক্ষা ক'রে দুনিয়া লাভের সাথে আখেরাত পেতে উদ্বুদ্ধ হয়, সে উভয় শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।

তাওহীদী মিশন এমনই এক প্রতিষ্ঠানের প্রতিকৃতি, যাতে পড়াশোনা ক'রে মুসলিম ছাত্ররা দ্বীন-দুনিয়া লাভে ধন্য হতে পারবে। তারা তাদের ইসলামী আখলাক-চরিত্রে যেমন সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করতে পারবে, তেমনি পারবে নিজ তথা নিজ পিতামাতার মুখোজ্জ্বল করতে। দেশ ও জাতির কাছে তারা হবে আদর্শ ছাত্র, আদর্শ বিজ্ঞানী, আদর্শ ডাক্তার, আদর্শ ইঞ্জিনিয়ার, আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ মানুষ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-শিক্ষা অপরের উৎসাহদানের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। শিক্ষকমন্ডল ও পরিচালকমন্ডলের উপরেও নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান। তাঁদের আন্তরিকতা ও ঐচ্ছিক প্রকৃতির সরাসরি প্রভাব পড়ে ছাত্রের মানসিকতার উপর। তাঁদের সযত্ন ও সতর্ক দৃষ্টি সঠিক পথ-প্রথর্শন করে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের দিকে। কেবল ব্যবসাদারি মনোভাব যেমন শিক্ষার মান উন্নত করতে পারে না, তেমনি কেবল স্বার্থপরতাপূর্ণ ইচ্ছা শিক্ষার প্রাণকে সঞ্জীবিত করতে সক্ষম হয় না। নিঃস্বার্থ সেবা, হিতাকাঙ্ক্ষী মন, পরোপকারী আন্তরিকতা এবং মহান আল্লাহর কাছে বিনিময় লাভের আগ্রহী হৃদয়ই পারে অভীষ্ট সুশিক্ষার শকট চালনা করতে।

আমি মনে করি, যে তওহীদবাদী ভাইয়েরা সেই শকটের সুদক্ষ ও উপযুক্ত চালক, তাঁরা সত্যই মহান। তাওহীদী জ্ঞানের যে আলো তাঁদের মন ও মগজকে আলোকিত ক'রে রেখেছে, সেই আলোই তাঁরা আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে বিচ্ছুরিত করতে চান। কী মহান সে উদ্দেশ্য! কী মহান সে অভিপ্রায়।

দুআ করি, তাঁরা যেন সে উদ্দেশ্য সাধনের পথে শতভাবে সফল হন।

বিনীত---

আব্দুল হামীদ মাদানী

সঊদী আরব

১৮/ ১১/২০১১